টিনি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১) 'আমাদের শিবনাথ পন্ডিতের একটি অস্ত্র ছিল।'

(ক) শিবনাথ পন্ডিত কে?

⇒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'গল্পগুচ্ছ' থেকে 'টিনি' গল্পটি গৃহীত। গল্পে শিবনাথ পন্ডিত আশুদের স্কুলের মাস্টারমশাই, তিনি ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দু-তিন শ্রেনী নিচে পড়াতেন।

(খ) তাঁর কোন অস্ত্রের কথা বলা হয়েছে?

⇒ তাঁর যে অস্ত্রের কথা বলা হয়েছে তা শুনলে খুবই সাধারন মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছিল অত্যন্ত ভীষন, তিনি ছেলেদের নতুন নামকরন করতেন, এই অস্ত্র প্রয়োগ করেই তিনি মানসিক পীড়ন করতেন।

(গ) সেই অস্ত্র গুরুত্বপূর্ন কেন?

⇒ সেই অস্ত্র গুরুত্বপূর্ন কারন ছাত্রদের সামান্য ত্রুটিতে শিবনাথ পন্ডিত যেমন কিল-চড়-থাপ্পড় মারতেন, তেমনি হুল ফোটানো কথায় জর্জরিত করতেন, এছাড়া ছেলেদের পীড়ন করার জন্য আর একটি অস্ত্র ব্যবহার করতেন যা ছিল মারের চেয়েও ভয়াবহ। তিনি ছাত্রদের নাম পরিবর্তন করে নতুন বিকৃত নামকরন করতেন যার জন্য ছাত্রদের তীব্র মর্মযন্ত্রনা ভোগ করতে হতো, ছাত্রদের শায়েস্তা করার জন্য সেই অস্ত্র গুরুত্বপূর্ন ছিল।

(ঘ) শিবনাথ কি ভাবে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করতেন?

⇒ সাধারন লোকে নিজের থেকে নিজের নামকে বেশি ভালোবাসে, তাই নাম যদি বিকৃত হয় মানুষের প্রানের থেকে প্রিয় জায়গায় আঘাত লাগে, শিবনাথ ছাত্রদের নামকরন করত নতুন করে যেমন: শশিশেখরের নাম 'ভেটকি' ও আশুর নামকরন 'টিনি', এইভাবেই তিনি সেই অস্ত্র (নতুন নামকরন) প্রয়োগ করতেন।

(২)

(ঙ) 'আশু সেজন্য বড় অপ্রতিভ ; দাসীটা কোনমতে বাড়ি ফিরিলে সে যেন বাঁচে।'

(ক) আশু কে?

→ রবীন্দ্রনাথ রচিত 'গিন্নি' গল্পের আশু ছিলেন নিতান্ত অতি অসহায় ভোলা একজন ছেলে,

(খ) কি জন্য সে অপ্রতিভ হতো?

→ ক্লাসের অন্যান্য ছেলেদের কারুরই বাড়ি থেকে মিষ্টি হাতে নিয়ে দাসী এসে দাঁড়াত না, কেবল তার জন্যই আসত, এটাই ছিল লজ্জার বিষয়। সেইজন্য আশু খুব অপ্রতিভ হতো,

(গ) দাসী কি নিয়ে আসত?

→ দুপুরবেলা একটার সময় স্কুলে টিফিনের বিরতি হলে স্কুলের গেইটের সামনে আশুদের বাড়ির দাসী খাবার ঠোঙায় করে কয়েকটি মিষ্টি এবং ছোট কাঁসার ঘটিতে জল নিয়ে আসত,

(ঘ) আশুর কে কি নাম দিয়েছিল?

→ আশুর নাম শিবনাথ পণ্ডিত অর্থাৎ স্কুলের মাস্টারমশাই 'গিন্নি' দিয়েছিল,

(ঙ) আশুর স্বভাব কেমন ছিল?

→ ক্লাসে আশু ছিল বয়সে সকলের ছোট। স্বভাবে সে ছিল লাজুক প্রকৃতির। কাউকে সে কিছু বলত না, সব কথাতেই মৃদু মৃদু হাসত, স্কুলের অনেক ছেলেরাই তার সঙ্গে ভাব করতে চাইত, কিন্তু সে কোন ছেলের সঙ্গে খেলা করত না, স্কুল ছুটি হলেই সে আগে আগে বাড়িতে চলে যেত।

④ 'এই যে, গিন্নি আসছে।' ③

(ক) কার উক্তি?

→ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'গিন্নি' গল্পের উক্তিটি শিবনাথ পন্ডিত অর্থাৎ আশুদের স্কুলের মাস্টারমশাই-এর।

(খ) কাদের বললেন?

→ ক্লাসের সকল ছাত্রকে বললেন।

(গ) কখন বললেন?

→ একদিন গ্রহণের ছুটি ছিল, ঠিক তার পরের দিন আশু যখন একখানি শ্লেট ও মসীচিহ্নিত কাপড়ের থলিতে পড়ার বইগুলি নিয়ে অন্যদিকে চেয়ে সঙ্কুচিত ভাবে ক্লাসে প্রবেশ করেছিল তখন বললেন।

(ঘ) গিন্নি'র প্রকৃত নাম কি ছিল?

→ গিন্নি'র প্রকৃত নাম ছিল আশু।

⑤ 'পৃথিবীর সমস্ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সবলে বালককে নিচের দিকে টানিতে লাগিল।'

(ক) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কি?

রবীন্দ্রনাথ রচিত 'গিন্নি' গল্পে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হলো,

→ যে শক্তির সাহায্যে পৃথিবী পার্থিব সব বস্তুকে নিজের কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করে; তার নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

এই শক্তির কথা প্রথম বলেন ইংল্যান্ডের বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন।

classmate
Date
Page

(৪)

(খ) পৃথিবী এই শক্তির বলে কি করে ?

→ পৃথিবী এই শক্তির বলে মাটিতে দাঁড়িয়ে কোন জিনিসকে উপরে ছুঁড়ে দিলে তা শেষ পর্যন্ত নিচের দিকে নেমে আসে,

(গ) কোন্ বালকের কথা এখানে বলা হয়েছে ?

→ বালক আশুর কথা এখানে বলা হয়েছে,

(ঘ) কেন তার প্রসঙ্গে মাধ্যাকর্ষন শক্তির কথা এসেছে ?

→ আশুকে শিবনাথ পন্ডিত 'গিনি' বলে সম্বোধন করে ছোটো ক্লাসের ছেলেদের সামনে যখন ঐ নামকরনের পেছনের ঘটনাটির বর্ননা দিতে শুরু করলেন, তখন বালক আশু যে অসহায় লজ্জাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তারই বর্ননা দিতে গিয়ে প্রসঙ্গে মাধ্যাকর্ষন শক্তির কথা এসেছে।

(ঙ) কার জন্য বালকের ঐ অবস্থা হল ?

→ মাস্টারমশাই শিবনাথ পন্ডিতের নূতন বিকৃত নামকরনের জন্য বালকের ঐ অবস্থা হল,

—— ৮ ——